

এক মৌসুমীর কথা!

অন্যর চোকাঠে বমে গৃহস্থানি খেদা মায়া হন্দ

এবার নিজের দ্বর গড়ো।

-নবনীতা দেবসেন।

সকালে আনন্দবাজারে খবরটা পড়ে চমকে উঠলাম। বধূদাহ বজের ঐতিহ্যশালী গৃহশিল্প, কিন্তু একসাথে মা এবং চার মাসের মেয়েকে পোড়ানোর ঘটনা বিরলতম। মেয়েদের ওপর একটা সমাজের কতটা ঘৃণা থাকলে, সমাজ কতটা পশুতের স্তরে নামলে (এই নারকীয় কাজ পশুদের মধ্যে পশুতমরাও করবে না), শুধু মেয়ে জন্ম দেওয়ার অপরাধে, মা এবং মেয়ে উভয়কেই মেরে ফেলা হয়! আমি দুহাজার পাঁচ সালে বাস করছি, এটা ভাবতেই দম বন্ধ হয়ে আসছে।

<http://www.anandabazar.com/25mur1.htm>

মৌসুমী ঘোষের অপরাধ শুধু একটা! একে তার বাবা পনের ১,৫০,০০ টাকার মধ্যে ২৫,০০০ টাকা বাকী রেখেছিলেন। তারপরে একটি কন্যা জন্ম দিয়েছে! এরচেয়ে বক্ষ্যা হতে পারত! মনু রায় দিয়েছিল পুত্র সন্তান না দিতে পারলে, বৌকে এগারো বছরের মাথায় ঘার ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে! কলিকাল বলে কথা। এতো বছর কে অপেক্ষা করে? তারচেয়ে অপয়া মা-মেয়েকেই জতুর্গৃহের দাবানলে পরিস্কার করে দাও! মেয়েতো!

কি ডাবে বিশেষন করি?

যেখানে ঘটনা ঘটেছে, সেই বাংলার আদি-অকৃত্রিম গ্রামগুলি আমি হাতের তালুর মতন চিনি। অর্থনীতি দিয়ে এই নারকীয় ঘটনার ব্যাখ্যা হয় না। গ্রামে প্রতিটা মেয়েকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রচুর ঘরের এবং খেতের কাজ করতে হয়। সাধারণত মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার পর, এইসব গ্রামীণ পরিবারগুলিতে কাজের লোক কমে যায়। তখন ছেলের বিয়ে দিয়ে, একটি দাসী গৃহে আনা হয়। সাথে উপরিপাওনা যৌতুকের টাকা আর জমি-জায়গা! ইহারে বঙ্গ সমাজে বিবাহ কয়!

অর্থনীতির দৃষ্টিতে এমনটা হওয়ার কথা নয়। অধিকাংশ মুসলমান সমাজে, অর্থনীতির নিয়ম মেনেই বাঁদীকে আনা হয়-অর্থাৎ মেয়ের বাবাকে বা মেয়েকে টাকা (মোহর) দিয়েই, তাকে নিকা বিধায় দাসী করা যায়। মধ্যপ্রাচ্যে এটাই রীতি। এর মধ্যে তাও অর্থনৈতিক যুক্তি পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের এই হিন্দুসমাজে, কি করে একই সাথে একটি বাঁদী এবং তার সাথে থোক টাকা ইনাকাম হয়?

অর্থাৎ অর্থনীতির দিক দিয়ে ভাবতে গেলে, একটি হিন্দু নারীর মূল্য দাঁড়াচ্ছে ঋণাত্মক! নেগেটিভ! ইসলামে নারীর মূল্য পুরুষের চেয়ে কম বটে, তবে, পজিটিভ। নারীর অবমাননা এই স্তরে নামে নি, যে তার মূল্য শূন্যের কমে দাঁড়াবে! পৃথিবীর আর অন্য কোথাও মেয়েদের দাম মাইনাস হয় বলে আমার জানা নেই।

আমি গভীর ভাবে ভেবে দেখেছি, পনপ্রথায় অর্থনীতির ভূমিকা আছে বটে, কিন্তু মনুবাদের প্রচ্ছন্ন ভূমিকাটা আরো বেশী। নইলে একটা মেয়ের নেগেটিভ ভ্যালুয়েশন, কোন অর্থনীতির তত্ত্বেই ব্যাখ্যা হয় না।

বাস্তব সত্যটা এই যে, মনুবাদের প্রভাবে হিন্দুধর্মে মেয়েদের যে করুন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে গত হাজার বছর ধরে, তার থেকে বৃহৎ অংশের এখনো মুক্তি মেলে নি। হিন্দু সংস্কার আন্দোলনের ফলে, শহুরে মেয়েরা লাভবান হয়েছে বটে, কিন্তু গ্রামের মেয়েরা রয়ে গেছে সেই মনুষ্যগীয় সামন্ততান্ত্রিক আবহে। যেখানে মেয়েদের জন্ম থেকে শেখানো হয়, তাদের জন্ম আসলেই পূর্ব জন্মের পাপের ফল! এ এক অদ্ভুত সমাজ-কাবিল ধর্ম যা মেয়েদেরকে শেখায় নিজেদের ঘৃণা করতে! ধর্ম ড্রাগ না হলে, হিরোইন কোন মতেই ড্রাগ হতে পারে না।

কাকে ছেরে কার কথা বলি? আমার এক মাসতুতো বোনের সাথে বহুদিন বাদে দেখা। সদ্য পুত্র সন্তান হয়েছে। বললাম কেমন আছিস? বলল, খুব ভালো, শশুর বাড়িতে খুব আদর, ছেলে হয়েছে না! বাকী জায়েদের কোন ছেলে নেই তো তাই! আমার আরেক আধুনিক আত্মীয়া, যাকে বিয়ে করতে চাইল, তার বাড়ী থেকে চেয়ে বসল পনের টাকা। ব্যাপারটা এত বিশ্ৰী, আমার স্ত্রী তাকে খুব গালাগাল দিল। আমার আত্মীয়াটি গেল রেগে- আমার বাপ টাকা দিচ্ছে, তাতে কার কি? তাকে বোঝানোর চেষ্টা হল, উচ্চশিক্ষিত হিসাবে তার সামাজিক দায়িত্ব আছে। এবং সে তার এই মাইনাস ভ্যালুকে কি ভাবে মেনে নেবে? মাইনাস ভ্যালু! সেটা কি? বাপ যত টাকা দেবে, শশুর বাড়ীতে আমার তত ভ্যালু! এসব ক্ষেত্রে যা হয়, সেটাই হল। শশুর বাড়ীর ঝাঁটা খেয়ে যখন জ্ঞান ফিরল, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। যেহেতু চাকরী করত, বিয়ে ভেঙে অন্তত নিজেেকে মুক্ত করতে পেরেছে। এটাই গ্রামে হলে, জতুর্গৃহে দেবীবিসর্জন হত।

ভারতের কথা কাটিয়ে দিলাম। এই আমেরিকাতে এসেও, ভারতীয়রা ভারতীয় ছারতে পারে নি। এখানকার ভারতীয় বৌদের ওপর বৈষম্যের অত্যাচার নিয়মে পরিনত হয়েছে। বাঙালীদের মধ্যে এটা হয়ত ব্যতিক্রম, অবাঙালীদের মধ্যে সেটাই নিয়ম।

মমাখান কি?

এত প্রতিবাদ, নারীবাদেও কিছু হইল না। অধিকাংশ মেয়েরা নিজেদের রূপ নিয়ে যতটা গর্বিত, অন্য মেয়েদের ব্যাপারে যতটা ঈর্ষান্বিত, নিজেদের নেগেটিভ ভ্যালুয়েশনের ব্যাপারে নির্বাক। রূপের ভ্যালুয়েশনটা পুরুষের হাতে থাকাটা তাও না

হয় মানা গেল। কিন্তু সাথে সাথে নিজেদের অর্থনৈতিক ভ্যালুয়েশনটা পুরুষের সাথে ছেঁরে দিলে তো বিপদ! পুরুষতন্ত্র ধর্মের টুপি পরিয়ে সেটাকে নেগেটিভ বানিয়ে দেবে! পশ্চিমবঙ্গ আন্তে আন্তে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজে প্রবেশ করেছে। এতে মেয়েদের কিছুটা অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে, তবে সেটা পশলা বৃষ্টির মতন। ধর্ম যতদিন সমাজকে শাসন করবে, মেয়েরা শিক্ষিত বাঁদী হয়েই থাকবে। চাকরী করলেও এর অন্যথা হবে না।

পুঁজিবাদ থেকে মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের উত্তরনে মেয়েদের পূর্ণাঙ্গ মুক্তি আসবে, সেটা তত্ত্বগত ভাবে যতটা সত্য, বাস্তবে ততটাই বিলাসী কল্পনা। রোবটিক্স আর জেনেটিক্সের কল্যাণে ভবিষ্যতের উন্নত সমাজ, বিজ্ঞানের নিয়ম মেনেই হবে সমাজতান্ত্রিক। সেখানে মেয়েরা মুক্ত হবে, তবে সেটা কতদিনে, জানি না।

তবে সাময়িক কস্ট লাঘবের জন্য, ধর্মকে বিজ্ঞানবাদ দিয়ে হঠাতে পারলে, মেয়েরা নিজেদের ভ্যালুয়েশনটা একটু হলেও বুঝত।

প্রতিষ্ঠানিক ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখে নারীবাদী আন্দোলন আমদেই অসম্ভব।

মৌমুর্ষী প্রকৃতি হ ইয়া ইহাই প্রমান করিল।

বিপ্লব
ক্যালিফোর্নিয়াঃ
১০/২৫/০৫